ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ডাঙ্কি' মুক্তির আগেই ভক্তদের বিশেষ উপহার দিচ্ছেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচে ব্রাজিলকে হারিয়ে শেষ হাসি আর্জেন্টিনার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২০ ● কলকাতা ● ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ২৬ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মিড ডে মিলে সিবিআই,

সুর চড়ালেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে আবার কি বিয়ে হতে চলেছে, সত্যি কি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুর্নীতির বাতাবরণ বয়ে গেছে। তাহলে কেন এত সব কিছুতেই সিবিআই ছাড়া গতি নাই, এবার মিড ডে মিলে অনিয়ম নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করতেই এই নিয়ে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিড ডে মিলের টাকা রাজ্য সরকার অন্য খাতে খরচ হয়েছে বলে এর আগেও বহু বার তিনি সরব হয়েছিলেন। চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে।রাতে রাজ্যের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য নিজের এক্স হ্যান্ডে (পূর্বতন টুইটার) লেখেন, 'বিরোধী দলনেতা যে যৌথ পরিদর্শক দলের কথা বলছেন, সেখানে রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধির সই ছাড়াই তড়িঘড়ি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল। আমরা সে সব ভুলিনি। ঘোলাজলে মাছ ধরার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, ১০০ কোটি টাকা ক্ষতির ঘটনা তো ঘটেইনি, বরং রাজ্য সরকার ১৮.৮ কোটি টাকা বাঁচিয়েছিল'। সেই সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য, 'যাই হোক, এই প্রকল্পে যে কোনও তদন্তকেই স্বাগত'।এ বার সেই অনিয়মের প্রশ্নে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ সংবলিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর চিঠির কথা উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতার হুঁশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতা পাল্লা দিচ্ছে

লন্ডনের সঙ্গে, দাবি মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে পালাবদলের পরে ক্ষমতায় এসে কলকাতাকে লন্ডন বানানোর কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের পাশাপাশি সেই বার্তা বিস্তর সমালোচিত হয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মহলে। মঙ্গলবার বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে (বিজিবিএস) বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদদের সামনে সেই কথা তুলে মঙ্গলবার মমতার দাবি, লক্ষ্যে সফল তিনি।কূটনীতিবিদদের সামনে ইউনেস্কোর স্বীকৃতির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, আগামী বছরের দুর্গাপুজোয় যেন আরও বেশি বিদেশি পর্যটক ভিড় করেন এ রাজ্যে। বলেন, দীঘায় চার-পাঁচ মাসের মধ্যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হবে। সেটাও হবে ভ্রমণের নতুন গন্তব্য। ৩০০ কোটি টাকা খরচে কালীঘাট মন্দির এলাকা উন্নয়নের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। সভায় ভারতে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোশি সুজুকি নিজের পরিচয় দেন বাংলায়। ভারতে ব্রিটেনের হাইকমিশনার অ্যালেক্সের মন্তব্য, অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে এ রাজ্যের হৃদয়ও আছে। রয়েছে মেধা সম্পদের বিরাট ভান্ডার।নানা সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে লন্ডনের সঙ্গেই পাল্লা দিচ্ছে কলকাতা। এ দিন বিজিবিএসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে ছিল আন্তর্জাতিক মহলকে নিয়ে সভা। হাজির ছিলেন বাংলাদেশ, ব্রিটেন, জাপান, লাক্সেমবার্গ-সহ ১৫টি দেশের কূটনীতিবিদেরা। সম্মেলনে অংশ নেওয়ায় তাঁদের ধন্যবাদ দেন মমতা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে

এরপর ৩ পাতায়

আগামী ৩০ নভেম্বর তেলেঙ্গানায় ভোট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খাদ্য থেকে ওষুধ, সব রকমের 'হালাল' শংসাপত্র যুক্ত পণ্যের উপরে নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি হয়েছে যোগীর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে। যদিও ভোটমুখী তেলেঙ্গানায় গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আশ্বাস দিলেন, হালাল শংসাপত্র যুক্ত পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোন রকম সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্র।উল্লেখ্য, কোনও পণ্যের প্যাকেটে 'হালাল সার্টিফায়েড' লেখা থাকার অর্থ সেটিকে ইসলামিক আইন বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেহেতু সেটি 'ভেজালমুক্ত' তথা 'জীবের জন্য কল্যাণকর'। যদিও উত্তরপ্রদেশে অভিযোগ ওঠে, বহু ব্যবসায়ী বিক্রি বাড়াতে পণ্যের গায়ে 'হালল সার্টিফায়েড' লিখলেও শংসাপত্রের বৈধ নথি নেই তাদের কাছে।মেরুকরণের রাজনীতিতে জোর দিলেও হায়দারবাদ শহরে সাংবাদিক সম্মেলনে 'হালাল' পণ্যের প্রসঙ্গে যোগী আদিত্যনাথের পথে হাঁটলেন না অমিত শাহ। উল্লেখ্য, ৩০ নভেম্বর তেলেঙ্গানায় ভোট। শাহ এদিন বলেন, গত এক দশকে কোন দল কেমন কাজ করেছে সেকথা মাথায় রেখে ভোট দেওয়া উচিত জনতার। তাঁর কথায়, 'আপনার ভোট কেবল একজন বিধায়ক বা একটি সরকার নির্বাচন করবে না, বরং তেলেঙ্গানা এবং দেশের ভবিষ্যত গড়ায় সাহায্য করবে। আমার অনুরোধ, সমস্ত দলের কাজের খতিয়ান বিবেচনা করে ভোট দিন। আমার ধারণা এটা করলেই মোদির নেতৃত্বের বিজেপিকেই বেছে নেবেন আপনারা।' সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানান, হালাল পণ্য নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছে

এরপর ৩ পাতায়

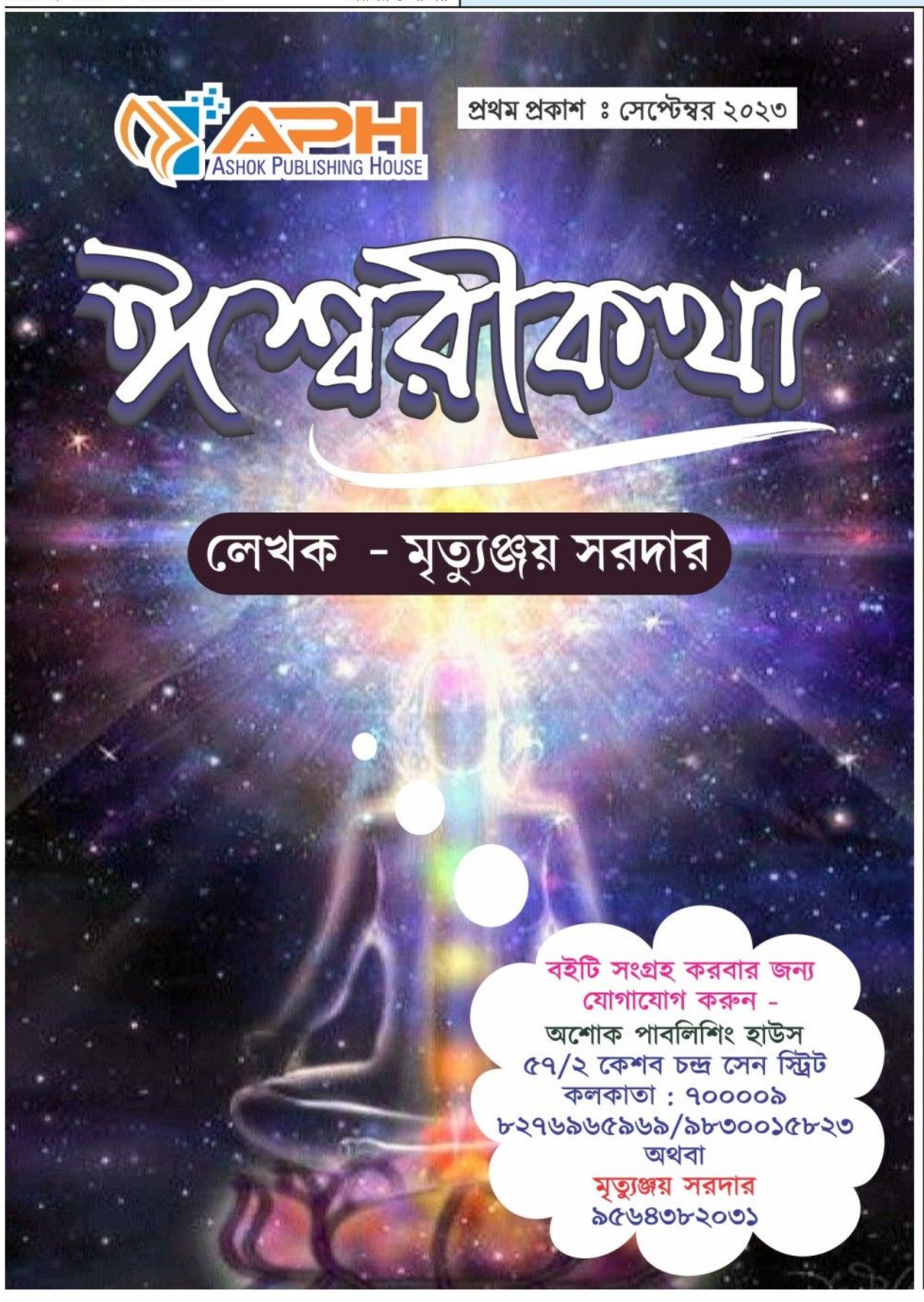

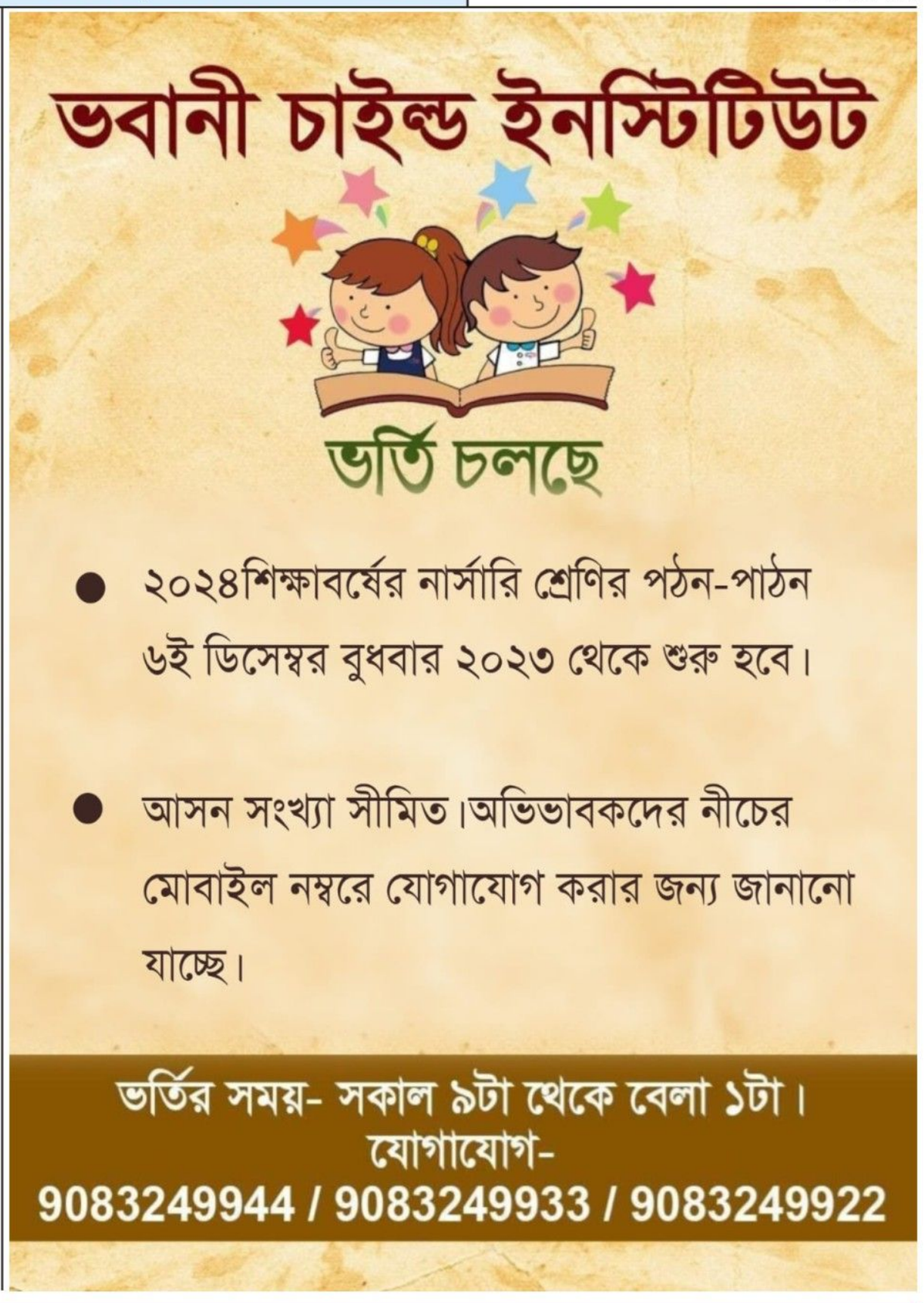

আগামী লোকসভায় ভারতবর্ষে

জনগণের সরকার গড়ে উঠবে:মন্ত্রী পুলক

সুরজীৎ আদক,উলুবেড়িয়া: নিউজ সারাদিন : অপয়া যেদিকে যায়,সেদিকেই সব শুকিয়ে যায়!

অপয়া গুজরাটের মাঠে থাকলে ভারত ভালো খেলেও হেরে যায় শনিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের মহেশপুর অঞ্চল তৃনমুল কংগ্রেসের উদ্যগে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে শিবিরে উপস্থিত হয়ে বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় টিম-কে হারানো প্রসঙ্গে এমনই ভাষাতে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী-কে এমনই ভাষাতে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী মন্ত্রী পুলক রায়।তিনি আরও জানান, জাতের নামে বজ্জাতি,ধর্মের নামে বিভাজন,ভারতীয় রাজনীতি না করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দেখিয়ে ভয় দেখানো এগুলো বেশিদিন চলতে পারেনা। কারণ গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে কেন্দ্রীয় এজেন্সি নয়,জনগণ। তাঁর আরও সংযোজন আমাদের বিশ্বাস ২১শের বিধানসভায় বাংলা বাংলারই মেয়ে-কে যেমন বেছে নিয়েছে,ঠিক তেমনি আগামী ২৪শের লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কেই বেছে নেবেন। পুলকের কথায়,আমাদের রাজ্যের ১২টি কোটি মানুষ যেমন কন্যাশ্রী, রুপশ্রী, যুবশ্রীর মতো ৬৮টি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন আগামীদিনে ভারতবর্ষের ১৪০কোটি মানুষ এইসব সুবিধা যাতে পায় তার জন্য আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ভারতবর্ষের মসনদে বসিয়ে জনগণের সরকার গড়ে তুলবে এবিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর, উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা,গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা মাখাল, উপ-প্রধান সেখ সাহাবর, মহেশপুর অঞ্চল তৃনমুল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা দীপঙ্কর ঘোষ,মুজিবর রহমান,হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আইএফজিএল রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেড ওডিশার কালুঙ্গায়

একটি অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্র উন্মোচন করলো

Kolkata, 24 November, 2023: নিউজ সারাদিন : আইএফজিএল, বৃহত্তম ভারতীয় মালিকানাধীন বহুজাতিক অবাধ্য সংস্থা, ২৪শে নভেম্বর, ২০২৩ -এ আইএফজিএল রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মি. শিশির বাজোরিয়া এবং আইএফজিএল রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. জেমস ম্যাকিনটোশ উপস্থিতিতে ওড়িশার কালুঙ্গায় একটি অত্যাধুনিক গবেষণা কেন্দ্র উন্মোচন করেন।

অত্যাধুনিক এই অনুসন্ধান সুবিধা আইএফজিএল কে উপাদান, ইস্পাত, স্ল্যাগ ইন্টারফেস প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য একটি ধাতু গলানোর সুবিধা সহ মৌলিক গবেষণা সম্পূর্ণ করার জন্য একটি বিশ্বমানের ক্ষমতা প্রদান করে। আইএফজিএল-এ, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জন্য আমাদের নিজস্ব বিষয়বস্তু এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি তৈরি, ট্যাবুলেশন, বেঞ্চমার্কিং এবং বিকাশকে মৌলিক বলে বিবেচনা করি। এই গবেষণা কেন্দ্রটি আমাদের ব্যবহারকারী শিল্পে উন্নত মানের সমাধান প্রদানের জন্য দেশীয় কাঁচামাল, বিকল্প উপকরণ, পুনর্ব্যবহার, নতুন পণ্য বিকাশের মৌলিক গবেষণার উপর ফোকাস করবে।

আমাদের মূল ফোকাস থাকবে পরিবেশের উপর আমাদের প্রভাব কমাতে টেকসই বিষয়বস্তু প্রোগ্রামের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বৃদ্ধিকে সক্ষম করতে এমন প্রক্রিয়া এবং পণ্যগুলির বিকাশের উপর।

আইএফজিএল রিফ্র্যাক্টরিজ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেমস ম্যাকিনটোশ বলেন, "আইএফজিএল গবেষণা কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কাজটি এখন পণ্যের কার্যকারিতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে এবং আমাদের পণ্যের পরিসরকে প্রসারিত করার কাজ শুরু হয়েছে।"

স্টেট অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে ২০২৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। স্টেট এচিভমেন্ট সার্ভে ২০২৩ সম্পন্ন করার জন্য শুক্রবার থেকেই সার্কেল অফিস থেকে প্রশ্নপত্র বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো শুরু হয় ।আজ শনিবার বেলা বারোটা থেকে স্যাস এক্সাম শুরু হয় ।ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । গ্রামগঞ্জ ,শহরে স্যাস পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃতীয় শ্রেণী, পঞ্চম শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্যাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা, পরিবেশ ,বিজ্ঞান এবং গণিত নিয়ে শেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে স্যাস পরীক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করার খবর পাওয়া গেছে। ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার ছিল বেশ ভালই।

স্যাস এই নিয়ে রাজ্যে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা অভিযান থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয় । তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্রের মান ছিল ৩০ এবং সময় ছিল এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিট । পঞ্চম শ্রেণীর জন্য প্রশ্নপত্র মান ছিল ৩০ এবং সময় ছিল ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট ।অষ্টম শ্রেণির জন্য প্রশ্ন পত্রের মান ছিল ৪০ এবং সময় ছিল দু'ঘণ্টা এবং দশম শ্রেণীর জন্য প্রশ্নপত্রের মান ৪০ এবং সময় ছিল দু ঘন্টা।

স্যাসের জন্য প্রতিটি সার্কেল থেকে দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতিটি সার্কেল থেকে আপার প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং হাই সেকেন্ডারি স্কুলগুলি থেকে পাঁচটি করে বিদ্যালয় নিয়ে মোট ১১ হাজার ২৬ টি বিদ্যালয় শেষ পরীক্ষার জন্য সিলেক্ট করা হয়। যে সমস্ত স্কুলগুলিতে স্যাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি বা নন পার্টিসিপেটেড বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে পরীক্ষার পরিদর্শক নির্বাচন করে প্রত্যেক বিদ্যালয় পাঠানো হয়। প্রতিটি শ্রেণীতে দুজন করে পরীক্ষা পরিদর্শক রাখা হয় এবং ১০ ভাগ পরীক্ষা পরিদর্শক কে অতিরিক্ত হিসেবে রাখা হয় ।আপদকালীন পরিস্থিতির বিচার করে। আগামী পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে স্যাস পরীক্ষার মূল্যায়ন বাংলা শিক্ষার পোটালে আপলোড করা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। ছাত্র-ছাত্রীদের মান উন্নয়নে এবং মূল পরীক্ষার স্রোত আবহে নিজেদের সংযুক্ত করার জন্য স্যাস পরীক্ষা একটি উপযোগী এবং কার্যকরী পদক্ষেপ বলে অনেকেই মনে করেন।

উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

উত্তরকাশী টানেলে আটকে পড়া ৪১ শ্রমিককে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার প্রহর সম্ভবত আরও দীর্ঘায়িত হল। অনেক পরিকল্পনা হয়েছে, অনেক চেষ্টাও চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও প্ল্যানিংই কাজে আসেনি। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি উত্তরকাশী টানেলে আটকে পড়া ৪১ শ্রমিককে।শুক্রবার মাইক্রে টানেলিং বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড ডিক্স জানিয়েছিলেন, আমাদের আশা বড় দিনের মধ্যে নির্মীয়মাণ টানেলের ভিতরে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিক ঘরে ফিরতে পারবেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানিয়েছেন, অগার মেশিনটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা সম্ভব হচ্ছেন না। বলেন, 'খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বন্ধ রয়েছে। যন্ত্রটি ভেঙেচুরে যাওয়ায় সামেনের দিকে এগোনো যাচ্ছে না। একাধিক বিকল্পের দিকে নজর রেখেছি। সুরক্ষিত ভাবে যাতে প্রতি শ্রমিককে সুড়ঙ্গ থেকে বের করা যায় সেই বিষয়টিতে জোর দিচ্ছি আমরা।' শ্রমিকদের উদ্ধারে প্ল্যান বি-এর উপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এবার জোর দেওয়া হচ্ছে মানব ড্রিলিংয়ের উপর।অর্থাত মেশিন নয়, হাতে পাথর খনন করে নির্মীয়মান সিল্কিয়ারা টানেলে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের পরিকল্পা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করতে আরও অনেক বেশি সময় লাগবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সময় লেগে যেতে পারে একমাস। শনিবার সাইটের বিশেষজ্ঞের দলের সদস্যরা জানান, বড়দিন পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে উদ্ধার অভিযানে। কারণ শনিবার নতুন করে বাধার মুখে পড়ে ব্যাহত হয়েছে উদ্ধার অভিযান। ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে অগার মেশিন। ভাঙাচোরা মেশিনটিকে সরানোর পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এর জন্য আনা হবে নতুন একটি মেশিন। সেই মেশিন দিয়ে ভেঙে যাওয়া মেশিনটিকে সরানোর হবে। অন্যদিকে উপর থেকে খননের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ২০ জন শ্রমিককে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন ইতিমধেয়ই উল্লম্ব ড্রিলিং সাইটে পৌঁছনোর জন্য রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে। তবে ম্যানুয়াল খোঁড়াখুঁড়ির কাজ হলে সময় বেশি লাগার আশঙ্কা।এদিকে শনিবার উত্তরাখণ্ডের মুখয়মন্ত্রী পুষ্কর সিং ধ্যামি আশ্বস্ত করেছেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ের তরফেই শ্রমিকদের উদ্ধারের সবরকম বিকল্প পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পুষ্কর সিং ধামি বলেন, 'আমরা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো ও তাঁদের বের করে আনার জন্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলি নিয়ে কাজ করছি। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের তরফেই শ্রমিকদের উদ্ধারে জোরকদমে কাজ চলছে। চেষ্টার কোনও খামতি নেই। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র পরিস্থিতি ও কর্মীদের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আমরা শ্রমিকদের বের করে আনতে পারব।'

কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে

ইএসআই হাসপাতালে মেডিকেল বোর্ড গঠনের নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসুস্থতার কারণে গ্রেফতারের পর থেকে দীর্ঘসময় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে না পারায় তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে আগেই আদালতে জানিয়েছিল ইডি।এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি মেনে ইএসআই হাসপাতালে তাঁর শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কালীঘাটের কাকুর শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষা ইএসআই হাসপাতালে করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রের খবর।এবার ইডির আবেদন মেনে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা যায় কি না, তা জানার জন্য ইএসআই হাসপাতালে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিল আদালত। ব্যাঙ্কশাল আদালত সূত্রের খবর, ইডির তদন্তকারী অফিসারের নেতৃত্বে ইএসআই হাসপাতালে বিশেষ মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই টিমে থাকবেন ইএসআই হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিতসক। সূত্রের খবর, এব্যাপারে শুক্রবার ইডির তরফে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক তা অনুমোদন করেছেন। আদালতের নির্দেশ হাতে পাওয়ার পরই শনিবার সকাল থেকে এ ব্যাপারে ততপর হয়েছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে ইডির একটি দল এবিষয়ে কথা বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা ইএসআই হাসপাতালেও গিয়েছেন বলে জানা গেছে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত ৩০ মে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করে ইডি। এর পর থেকে বারে বারে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ। গত অগস্টে বাইপাস সার্জারি হয় সুজয়কৃষ্ণের। ফের অসুস্থ হয়ে পড়ায় গত ২২ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেই থেকে হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। গত দু'মাস ধরে হাসপাতালে কালীঘাটের কাকুর ঠিক কী কী চিকিতসা হয়েছে বা হচ্ছে সেবিষয়ে সম্প্রতি এসএসকেএমের চিকিতসকদের কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়েছিলেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ জরুরি। সেজন্য সম্প্রতি আদালতে আবেদনও জানিয়েছিলেন তাঁরা। হাইকোর্ট থেকে মিলেছিল অনুমতিও। কিন্তু এসএসকেএমের তরফে জানানো হয়, কালীঘাটের কাকুর শারীরিক অবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের পরীক্ষা করা যাবে না।

অনুব্রত গড়ে চব্বিশে প্রার্থী কে?

দলের ঘোষণার আগেই জানিয়ে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বীরভূমে তিনিই তৃণমূলের হয়ে শেষ কথা বলতেন। সেই অনুব্রত মণ্ডল এখন জেলবন্দি হয়ে দিল্লিতে। এই অবস্থায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের দুটি লোকসভা আসনে শাসক দলের কী কৌশল হয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ তুঙ্গে।এমনিতে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে শতাব্দীর সম্পর্ক খুব একটা মসৃণ ছিল না। অনুব্রতর বেশ কিছু বক্তব্য, হুমকির প্রকাশ্যেই সমালোচনা করেছেন শতাব্দী। তবে সাংসদ হিসেবে কাজ এবং জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে তাঁকেই পর পর তিন বার প্রার্থী করেছে দল। সিউড়ির বিধায়কের দাবি মেনে এবারেও শতাব্দীর উপরেই দল আস্থা রাখে কি না, সেটাই দেখার।

বীরভূম ছাড়াও ওই জেলার মধ্যে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। বোলপুরের বর্তমান সাংসদ অসিত মাল। বোলপুরে বার বার প্রার্থী বদলাতে হলেও বীরভূম কেন্দ্রে বার বারই শতাব্দীর উপরে আস্থা রেখেছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের আগেই লোকসভা ভোটে বীরভূম কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিলেন সিউড়ির তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।সিউড়ির বিধায়কের দাবি, গত তিন বারের মতো এ বারেও বীরভূম থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হতে চলেছেন শতাব্দী রায়।

বীরভূমে দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল শাসক দলের অন্যতম মাথাব্যথা। অনুব্রত মণ্ডল দায়িত্বে থাকলে এসব সমস্যা নিয়ে হয়তো মাথাই ঘামাতে হত না তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগে বীরভূমে দলের ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে মরিয়া তৃণমূল। আগামী ২ ডিসেম্বর খয়রাশোলে দলের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কোর কমিটির সদস্য সহ জেলার সব নেতাকেই উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে গিয়ে সিউড়ির বিধায়ক বলেন, 'খয়রাশোলে আগামী ২ ডিসেম্বর আমাদের সভা। কোর কমিটির ৯ জন সদস্যই উপস্থিত থাকবেন। বিজেপি শেষ, বিজেপি-র বীরভূমে অস্তিত্ব নেই। এবারেও আমাদের প্রার্থী শতাব্দী রায়। খয়রাশোল থেকেই ১৫-২০ হাজার ভোটে তিনি জিতবেন।নিজের প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য না করলেও শতাব্দী বলেন, আগামী ২ ডিসেম্বর আমাদের বিজয়া সম্মিলনী। তখনই বুঝতে পারবেন সবাই এক হয়ে কাজ করছে। মতবিরোধ, মতপার্থক্য থাকতেই পারে। এখন এখন আর সেসব হবে বলে মনে হয় না।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

আগামী ৩০ নভেম্বর তেলেঙ্গানায় ভোট

না কেন্দ্র।কেসিআরকে তোপ দেগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সংবিধান আমাদের কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। যদিও ধর্মীয় সংরক্ষণ দিয়েছেন কেসিআর। এটা সংবিধান বিরোধী। আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ তুলে দেবো। বদলে তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ তৈরি করব।'

১-ম পাতার পর

কলকাতা পাল্লা দিচ্ছে লন্ডনের সঙ্গে, দাবি মমতার

শুভেচ্ছা জানান। সেখানেই লন্ডনের সঙ্গে কলকাতার তুলনা টেনে বলেন, "আমি যখন ক্ষমতায় এসে এ কথা বলেছিলাম, অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এখন দেখুন, লন্ডনে হাইড পার্ক রয়েছে, এখানে ইকো পার্ক করেছি। আপনাদের মতোই এখানে হয়েছে ওয়্যাক্স মিউজ□য়াম। আমরাও আপনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি।"

১-ম পাতার পর

মিড ডে মিলে সিবিআই, সুর চড়ালেন শুভেন্দু

জেলে যাবেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবশ্য এই তদন্তের আবেদনকে 'লজ্জাজনক ও এজেন্সি রাজনীতি' বলে বর্ণনা করেছেন। বগটুই-কাণ্ডের পর শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, মিড ডে মিলের বরাদ্দ টাকা থেকে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। সেই চেকের ছবি দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠিও লেখেন। তার পরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিদল এসে বাংলায় মিড ডে মিলের মান পরীক্ষা করে গিয়েছিল। বিজেপির প্রবাস কর্মসূচি উপলক্ষে রাজ্যে এসে এই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র নিজেও। সেই সূত্রেই সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। এর পরেই সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দু লেখেন, 'যারা পশ্চিমবঙ্গের শিশুদের পুষ্টির জন্য বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহার করেছে, তাদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে আমার প্রচেষ্টাকে সম্মান জানানোর জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ'। তাঁর দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের করা হিসেব পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল, ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কর্মদিবস বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। এই বাবদ দৈনিক প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, তা থেকেই লুটের পরিমাণ আন্দাজ করা যাচ্ছে বলে তাঁর দাবি।পরে কৃষ্ণনগরে এ দিন বিজেপির সভা শেষে বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন, "মিড ডে মিলে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে যাবেন। কাল কাকে যেন জেলে পাঠাবেন বলছিলেন না? উনিই জেলে যাবেন! মিড ডে মিলের টাকায় বগটুই থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। হিঙ্গলগঞ্জে কম্বল বিতরণ করেছেন মিড ডে মিলের টাকা থেকে। এক কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মিড ডে মিলের তহবিল থেকে ওঁর জনসভায় আসা লোকের গাড়ির টাকা দেওয়া হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'স্কুলে ১০০% উপস্থিতি দেখিয়ে টাকা তুলেছে। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী সভা, সবই করেছেন মিড ডে মিলের টাকা থেকে। আমরা ঠিক জায়গায় ধরেছি। ওদের বিপদ আছে। পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডেই জেল বানাতে হবে!"

আমিষ খাওয়া যাবে না,

হঠাৎ এমন নির্দেশ কেন দিলেন যোগী আদিত্যনাথ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশে শনিবার প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক থানওয়ারদাস লীলারাম বাসওয়ানির জন্মদিবস উপলক্ষে এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। তাই ২৫ নভেম্বর রাজ্যের সব মাংসের দোকান, কসাইখানা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।কিছু দিন আগেই উত্তর প্রদেশে হালাল শংসাপত্র দেওয়া খাদ্যপণ্য নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে এই 'হালাল' রীতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ, ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা এই হালাল রীতিতে তৈরি খাবার ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। মাংস, ওষুধ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জিনিসই এই পদ্ধতি মেনে তৈরি করা হয়। জনস্বার্থের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। ভারতে শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল শিক্ষাবিদ সাধু থানওয়ারদাস লীলারাম বাসওয়ানির। 'নারীবাদ'-এর ধারণা জন্ম নেওয়ার বহু পূর্বেই বাসওয়ানি বিশ্বাস করতেন মেয়েদের ক্ষমতায়নে। সঠিক শিক্ষা পদ্ধতিতে তাঁদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যেই ১৯৩৩ সালে হায়দরাবাদ-সিন্ধে (বর্তমান পাকিস্তান) 'মীরা মুভমেন্ট' গড়ে তোলেন তিনি। মেয়েদের জন্য হায়দরাবাদে সেন্ট মীরা'স স্কুলও তৈরি করেন তিনি। তাঁর জীবন, কর্মকাণ্ডের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে পুণের দর্শন সংগ্রহশালায়।

মায়ের আঁচল সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা!

সভাপতি সাগর ও সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদক : নিউজ সারাদিন : গতকাল বিকেল ৪টায় নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লার কুতুবপুর লাকিবাজার নির্বাহী কার্যালয়ে মায়ের আঁচল সাহিত্য সামাজিক মৈত্রী পরিষদ(মাআসাপ) বাংলাদেশ, এর কমিটি গঠন ও সাহিত্য আড্ডা সেই সাথে কবি মনজু'র জন্মোৎব আনন্দঘন উৎসবমুখর আয়োজনে মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। হারুন অর রশিদ সাগর কে সভাপতি ও ইব্রাহিম তালুকদার রিয়াদ কে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক করে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হবে মায়ের আঁচল এর আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসব ২০২৩-২৪ অনুষ্ঠানের আয়োজনে।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হারুন অর রশিদ সাগরের সভাপতিত্বে উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ ক্লাব লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দৈনিক সবার কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আলহাজ্ব ফয়েজ উদ্দিন আহমদ লাভলু,প্রধান অতিথি কবি ও গীতিকার প্রফেসর আমির হোসেন,প্রধান আলোচক ছিলেন কবি ও সংগঠক (মাআসাপ) এর উপদেষ্টা এম আর মনজু, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সংগঠক (মাআসাপ) এর উপদেষ্টা এস এ শামীম, পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হযরত মাওলানা আবুল বাশার হেলালী সাহেব।

অনুষ্ঠানে লুটের চর মফিজুল ইসলাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষিকা সুরাইয়া তাহমিনা সেফুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৯নং ওয়ার্ডের সাবেক তিনবারের মেম্বার ও উপদেষ্টা আহসানুল্লাহ মেম্বার, সমাজ সেবক সলিমুল্লাহ,দুলাল মাহাজন,হাজী কালাম, মোহাম্মদ বাবুল, কুষ্টিয়া থেকে আগত কবি সেখ এ সায়েদ ফার্সি, কাব্য ছন্দের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শফিকুল ইসলাম আরজু ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, নারায়ণগঞ্জ সাহিত্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি ইকবাল হোসেন রুমেছ,কবি সাদ্দাম মোহাম্মদ,কবি ওমর ফারুক, কবি হারুন মাহাজন,সোহেল আহমেদ,জিএম মুন্না মিয়া, এড শাহ আলম শামীম, ফারুক মিয়া, সুমন ভূঁইয়া, লাইজু, সোহেল মিয়া, মিন্টু মিয়া,দুখু মিয়া,আপেল মিয়া,আক্তার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ইব্রাহিম তালুকদার রিয়াদ ও সোহেল আহমেদ।

উদ্বোধক লাভলু তার বক্তব্যে বলেন নিজের খেয়ে বনের মসতারানোর কাজ এই সমাজে খুব কম লোকই করে, তবে এই কাজটি নির্দ্বিধায় সুন্দর করে - করে থাকেন মায়ের আঁচল তথা ছোট ভাই সাগর, তাই সে ডাকলে আমি না এসে কখনো পারিনা। অতএব ভালো কাজে আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত।

প্রধান অতিথি আমির হোসেন তার বক্তব্যে বলেন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো, একলা চলো রে - কবির এই সত্য বাণীটি আজ ভালো কাজ করে প্রমাণিত করছে আমাদের সাগর। তাই তার পাশে আর কেউ না থাকুক। আমি আছি ইনশাল্লাহ।

প্রধান আলোচক এম আর মনজু বলেন, দশের লাঠি একের বোঝা- মায়ের আঁচল যেভাবে সামাজিক ও সাহিত্য কাজগুলো তাদের সাধ্যমত করে যাচ্ছে যদি প্রত্যেকটি বা সমাজসেবক এই উদ্যোগী ভালো কাজে এগিয়ে আসতো তাহলে সুন্দর কাজ এদের দ্বারা হতো আমি আশা করছি এই সংগঠনের সাথে আরো অনেকেই এগিয়ে আসবেন।

প্রধান বক্তা এস এ শামীম তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন আসলেই যেভাবে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে অন্য কোন সংগঠনকে এইভাবে কাজ করে কিনা জানা নেই। আসলে মায়ের আঁচলের আয়ের উৎস কি আমি জানিনা তবে সাগর যেভাবে সামাজিক ও সাহিত্য কাজগুলো করে এবং অনুষ্ঠানগুলো করে আজ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে জোরপূর্বক চেয়ে বা ধান্দা করে একটা টাকাও নিতে শুনিনি, নিজে যতটুকু পারে নিজের সাধ্যমত করে যাচ্ছে। চলছে বিগত প্রায় ১২ বছর যাবত। তাই আমি সংগঠনের সকলকে বলবো মায়ের আঁচলের সাথে থেকে সাগরের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন আপনাদের সাহিত্য ও সামাজিক কাজের আরো অনেক অগ্রগতি হবে।

সভাপতি হারুন অর রশিদ সাগর তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন ভুলের উর্ধ্বে কেউ নয় যদি আমারও কোন ভুল হয় তাহলে আপনারা ভুল ধরিয়ে দিবেন আমি সংশোধন করে নেব কিন্তু সমালোচনা না করে সরাসরি বলবেন এবং আমাকে কেউ ভুল বুজবেন না প্লিজ, অতিথিদের সকলের উপস্থিতি ধৈর্য ধরে সময় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকলকেই কবি এম আর মনজুর জন্মদিনের কেক কাটা ও খিচুড়ি খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং মায়ের আঁচল এর পাচ দেশীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংস্কৃতি উৎসবে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২০ সংখ্যা ২৬ নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ধর্ষণ রুখতে ভাবনায় বদল হোক

যৌন হেনস্তার মতো অপরাধ রুখতে হলে আগে বদল আনতে হবে ভাবনাতেই, সাফ মত আদালতের। সেই ভাবনা কী? নারীকে যৌন সুখ পাওয়ার উপকরণ ভাবা। এহেন ভাবনা বদলাতে হবে, আর তাহলেই ধর্ষণের প্রবণতায় অনেকখানি বাঁধ দেওয়া সম্ভব, এমনটাই মনে করছে গুজরাট আদালত।গুজরাটের বোতাড় অঞ্চলে একটি ৯ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এক ব্যক্তি। বছর ৩৯ বয়সের ওই ব্যক্তিকে সেই অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারপতি ডি জি রানা। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতির মন্তব্য, আসলে ধর্ষণের নেপথ্যে এই ভাবনা কাজ করে চলে যে সম্পত্তির মতোই মেয়েরা স্রেফ কোনও বস্তু যাকে দখল করা যায়, অধিকার করা যায়। আর সেই সম্পত্তি দখলের মধ্যে দিয়েই পৌরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ সম্ভব, এমনটাই ধারণা অনেকের। সুতরাং কেবল শাস্তি দিয়েই যে এই অপরাধপ্রবণতাকে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়, বরং তার উতস সন্ধান করে সেই শিকড় থেকেই এই প্রবণতাকে সমূলে উতপাটিত করতে হবে, সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে আদালত।সম্প্রতি এক মামলার প্রেক্ষিতেই ধর্ষণ রোখার প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করেছে গুজরাটের উচ্চ আদালত।নারীর প্রতি ধর্ষণ বা যৌন হেনস্তার মতো যেসব অপরাধ ঘটে, তাদের শিকড় আসলে রয়ে গিয়েছে সমাজের গভীরেই। এমনটাই মনে করছে আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আসলে সমাজে নারীর প্রতি যে ভাবনা জারি রয়েছে, তা-ই অনেকাংশে বড় ভূমিকা নেয় এই জাতীয় অপরাধ সংঘটনে। আর সেই সমাজের একটা বড় অংশই নারীকে স্রেফ কোনও পুরুষের সম্পত্তি বলেই মনে করেন। নারীরও যে আলাদা একজন মানুষের মর্যাদা প্রাপ্য হতে পারে, এই যুগে দাঁড়িয়েও অনেকেই তা ভেবে উঠতে পারেন না। আর যেহেতু তার স্বাধীন মতামতের কোনও দাম দেওয়া হচ্ছে না, ফলে নারীকে স্রেফ যৌন সুখের সামগ্রী হিসেবে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা যায়, এমন ভাবনাও এসেই যায়। সেখানে যদি কোনও নারী সেই আচরণের পালটা রুখে দাঁড়ান, তাহলে ওই ভাবনায় অভ্যস্ত পুরুষের অহংয়ে আঘাত লাগবে। আর তার জেরেই জোর করে দখল করার প্রবৃত্তি আসবে, যা থেকে হেনস্তা বা ধর্ষণের মতো ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

সাংবাদিক সৌম্যা বিশ্বনাথন খুনে

চার জনের যাবজ্জীবন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লির সাংবাদিক সৌম্যা বিশ্বনাথন খুনে দোষী সাব্যস্ত চারজনকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনাল দিল্লি সাকেত আদালত। মামলার পঞ্চম দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি সাজার মেয়াদ ইতিমধ্যেই পূর্ণ করে ফেলেছে। আদালতের ব্যাখ্যা, এই মামলাটি বিরলের মধ্যে বিরলতম নয়, তাই দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্ভব হল না।হাতের ট্যাটু এবং পুলিশের চুরি যাওয়া ওয়্যারলেস সেটই ধরিয়ে দিয়েছিল দিল্লির সাংবাদিক সৌম্যা এবং তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী জিগীষার খুনিদের। তার পরই দিল্লি পুলিশের ততকালীন ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) এইচজিএস ঢালিওয়াল এসিপি ভীম সিংয়ের নেতৃত্বে সেই খুনের তদন্তের জন্য একটি দল গঠন করেন। একে একে ধরা পড়তে থাকে অভিযুক্তরা। সাংবাদিক সৌম্যা খুনে অভিযুক্ত রবি, অমিত, বলজিত, অজয় কুমার এবং অজয় শেঠিকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লির নিম্ন আদালত। এদের মধ্যে রবি, অমিত, বলবীর ও অজয় কুমারকে দুটি ভিন্ন খাতে ২৫ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি পঞ্চম অপরাধী অজয় শেঠিকে ৭.৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে আদালত। এই অর্থের ৭.২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে নিহত সৌম্যার পরিবারকে।

দিল্লি আদালত এদিন রায়দানের সময় জানিয়েছে, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সৌম্যার কমবয়সি ও কঠোর পরিশ্রমী এক সাংবাদিককে তাঁর প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভারতে মহিলাদের বাইরে বেরিয়ে কাজের আগ্রহ কমছে, এর কারণই হল মহিলারা তাঁদের কাজের জায়গায় ও বাইরে নানাভাবে নিগ্রহের শিকার।'২০০৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কাজ থেকে ফেরার পথে রাত ৩টের সময় দিল্লির বসন্ত কুঞ্জের কাছে খুন হয়েছিলেন বছর পঁচিশের টেলিভিশন সাংবাদিক সৌম্যা বিশ্বনাথন। একটি গাড়ির ভিতর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছিল, সৌম্যার মাথা ফুঁড়ে দিয়েছিল গুলি। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী জিগীষা ঘোষের মৃত্যুর তদন্তে নেমে সৌম্যার খুনের বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু তথ্যপ্রমাণ খুঁজে পায় পুলিশ। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁরা সৌম্যার খুনের সঙ্গেও যুক্ত। ২০০৯ সালে পেশ করা ৬২০ পাতার চার্জশিটে দিল্লি পুলিশ জানায় যে, ডাকাতি এবং লুটপাটের জন্যই সৌম্যাকে খুন করা হয়।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

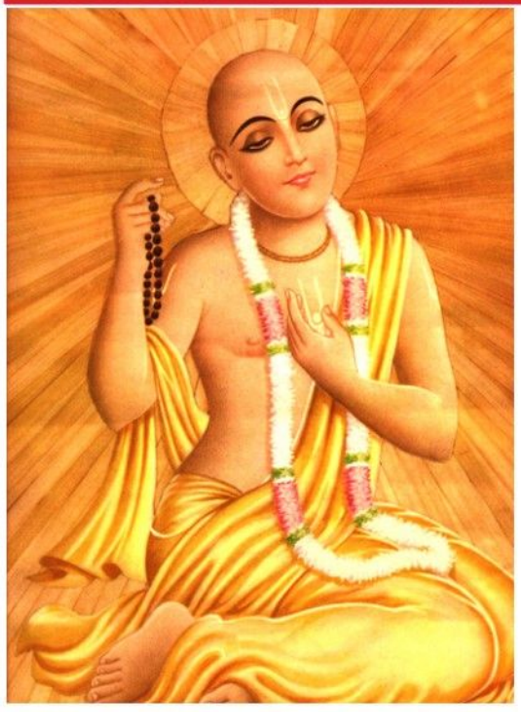

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করে সে ১৫৪০ সালে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরেই তাঁর দুই পুত্র কালুয়া দেব (১৫৪০-৪১) কে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। আবার বিদ্যাধরের নাতি নরসিংহকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি মুকুন্দদেব হরিচন্দন সিংহাসনে বসে। এইভাবে গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাতে দেশ ও জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হয়ে গেলেও রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে লোকাল নেতারা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা । তবে দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'ডাঙ্কি' মুক্তির আগেই ভক্তদের বিশেষ উপহার দিচ্ছেন শাহরুখ

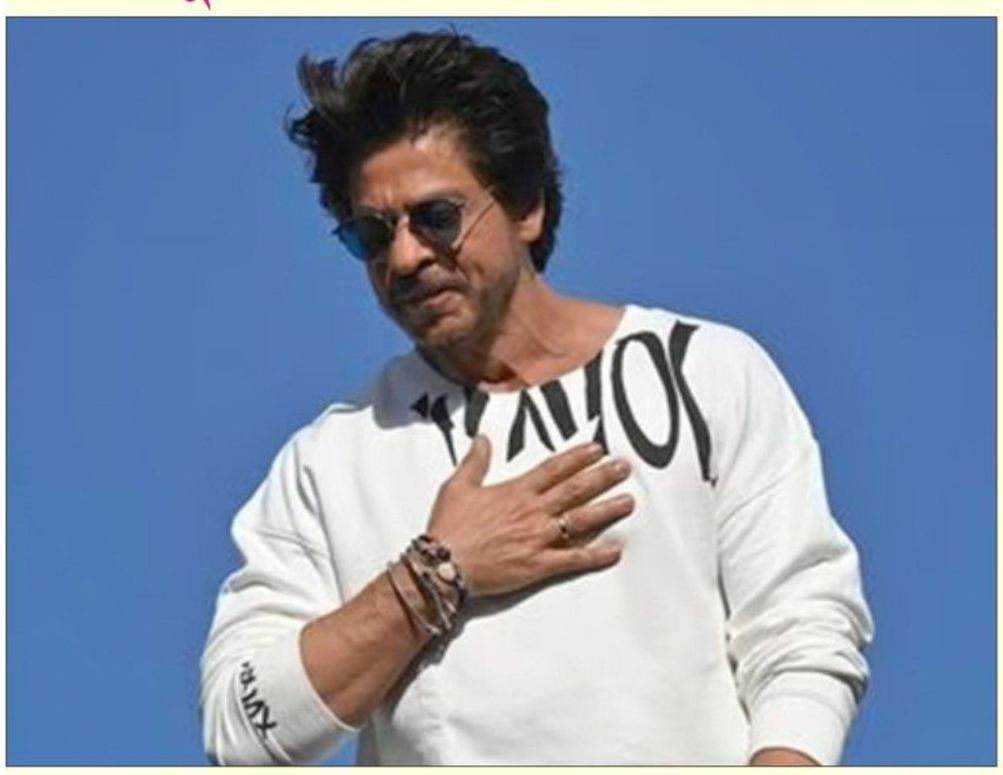

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ চলতি বছরে সমহিমায় ফিরেছেন। একের পর এক ব্লকবাস্টার সিনেমা এ বছর তিনি উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। তার আরও একটি দারুণ সিনেমার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

আসলে নতুন রূপে প্রত্যাবর্তন করে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন কিং খান। তার 'পাঠান' আর 'জওয়ান' সিনেমা বেশ আয় করেছে। তবে ভক্তদের চোখ এখন তার আরও একটি সিনেমার দিকে। কারণ বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে 'ডানকি'।

আর রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এ সিনেমা নিয়ে আগেই শুরু হয়েছিল জোর আলোচনা। এ সিনেমায় শাহরুখের অভিনয় দক্ষতা দেখতে পাবেন ভক্তরা। অভিনেতার জন্মদিনেই এ সিনেমার টিজার প্রকাশ করা হয়েছে।

আবার চলতি মাসেই 'ডানকি' সিনেমার প্রথম গান 'লট পট গ্যয়া' প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। 'ডাঙ্কি' সিনেমার প্রথম গানে দেখা যাবে শাহরুখ খান, তাপসী পান্নু এবং ভিকি কৌশলকে। চলতি সপ্তাহেই তা মুক্তি পাবে বলে আশা। ফলে ভক্তদের উন্মাদনা চরমে পৌঁছে গিয়েছে।

নির্মাতাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, ডাঙ্কি ড্রপ ১ এবং দারুণ পোস্টারের পরে আগামী ২২ নভেম্বর নির্মাতা 'ডাঙ্কি' সিনেমার প্রথম গান 'লট পট গ্যয়া' প্রকাশ করবে। রোমান্টিক এ গানটি মন ছুঁয়ে ভক্তদের। দুর্দান্ত সুর এবং কোয়ার্কি নাচের মুভ, এ দুইয়ের ফলে সবাই নেচে উঠতে পারবেন।

শাহরুখের 'ডাঙ্কি' আসলে চার বন্ধুর গল্প। আর বিদেশের মাটিতে পা রাখার জন্য তাদের যে আপ্রাণ চেষ্টা, সেটা মন ছুঁয়ে যাবে দর্শকদের। আসলে নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য ওই চার বন্ধু যে যাত্রায় পাড়ি দেবেন, সেটা তাদের জীবন পুরোপুরি বদলে দেবে।

নাচতে গিয়ে মঞ্চ থেকে পড়ে গেলেন শহিদ কাপুর

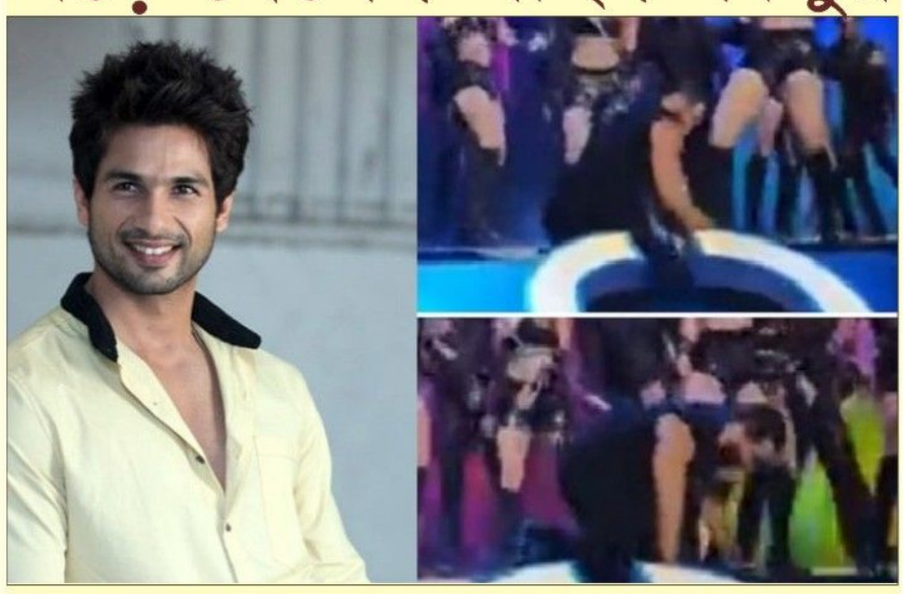

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শহিদ কাপুরের পরনে কালো রঙের প্যান্ট ও স্লিভলেস টি-শার্ট। চোখে কালো চশমা। তার সঙ্গে মঞ্চে নাচছেন আরো একঝাঁক নৃত্যশিল্পী। নাচের তালে হঠাৎ পড়ে যান শহিদ কাপুর; থমকে যায় নৃত্যের তাল।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফের নাচতে শুরু করেন শহিদ কাপুর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও এমন দৃশ্য দেখা যায়; যা এখন নেটদুনিয়ায় ভাইরাল।

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভারতের গোয়ায় শুরু হয়েছে ৫৪তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন বলিপাড়ার অনেক তারকা। এ তালিকায় ছিলেন শহিদ কাপুর। নাচতে নাচতে কখন মঞ্চের কিনারে চলে যান বুঝতে পারেননি। আর এ কারণে পড়ে যান শহিদ কাপুর।

২০১৯ সালে মুক্তি পায় শহিদ কাপুর অভিনীত 'কবীর সিং' সিনেমা। ৬০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা ৩৭৯ কোটি রুপি আয় করে। ৩ বছরের বিরতি নিয়ে 'জার্সি' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় ফিরেন শহিদ কাপুর। কিন্তু বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে সিনেমাটি।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জুনে মুক্তি পায় শহিদ কাপুরের 'ব্লাডি ড্যাডি' সিনেমা। এটিও বক্স অফিসে সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে তার হাতে দুটো সিনেমার কাজ রয়েছে।

দীপিকার প্রেমজীবন নিয়ে কটাক্ষের জবাব দিলেন অক্ষয়ের স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালে ইতালিতে গাঁটছড়া বেঁধেছেন বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। বিয়ের আগে বছর ছয়েক প্রেম তাদের। ২০১২ সালে সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর 'গোলিয়োঁ কি রাসলীলা রাম-লীলা' ছবিতে কাজ করার সময় একে অপরের কাছাকাছি আসেন দীপিকা ও রণবীর। ওই ছবির সেটেই তাদের প্রেমের সূত্রপাত। শোনা যায়, ছবির সেটে নাকি রণবীরের কোলেও বসতে দেখা যেত দীপিকাকে। যদিও তখন জনসমক্ষে নিজেদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি রণবীর বা দীপিকা কেউই। তবে চলতি বছরের 'কফি উইথ করন'-এর কফি আড্ডায় এসে রণবীর জানান, ২০১৫ সালেই নাকি দীপিকার সামনে বিয়ের প্রশ্ন রেখেছিলেন তিনি। সেই সময় থেকেই নাকি গোপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন দীপিকা ও রণবীর।

তবে দীপিকা জানান, রণবীরের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার আগেও নাকি একাধিক পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন তিনি। দীপিকার এই মন্তব্যেই সমালোচনার ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায়। রণবীরের সঙ্গে নাকি আসলে প্রতারণা করেছেন তিনি, রায় দেন নেটাগরিকদের একাংশ। এবার সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয় কুমারের স্ত্রী অভিনেত্রী ও লেখিকা টুইঙ্কেল খান্না।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় তিনি লেখেন, "আপনি যদি দোকানে একটা সোফা কিনতে যান, আপনি তো বেশ কয়েকটা সোফায় বসে দেখবেন কোনটা আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত! কিন্তু সেই সোফায় আপনি যার সঙ্গে বসবেন, তাকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাছবিচার করার নাকি প্রয়োজন নেই!"

টুইঙ্কেল আরও লেখেন, "দীপিকার সিদ্ধান্ত থেকে অন্তত এই শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, দেখেশুনে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করলে রাজপুত্রের বেশে ব্যাঙকে বিয়ে করার হাত থেকে বেঁচে যাবেন!"

টুইঙ্কেলের ওই পোস্ট থেকেই স্পষ্ট, দীপিকার যুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে তার।

কফি আড্ডায় এসে দীপিকা জানান, রণবীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার গোড়ার দিকে নাকি একে অপরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হননি তারা। বরং সেই সময় অন্যান্যদের সঙ্গেও মাঝেমধ্যে ডেটে গিয়েছেন তিনি। তবে এ কথা বলার পরেও দীপিকা এ-ও স্বীকার করেন যে, মনে মনে নাকি তিনি রণবীরকেই নিজের সঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। 'কফি উইথ করন'-এর ওই পর্ব প্রকাশ্যে আসার পরেই দীপিকার চরিত্র নিয়ে শুরু হয় কাটাছেঁড়া। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায়।

বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মাঝেই শ্বশুরবাড়ি ছাড়লেন ঐশ্বরিয়া!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের বিচ্ছেদের গুঞ্জনটি ক্রমশ ডালপালা ছড়াচ্ছে। নতুন করে রটনা রটেছে, এবার নাকি শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি গিয়ে উঠেছেন ঐশ্বরিয়া রাই। এতে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি বিচ্ছেদের পথেই হাঁটছেন অভিষেক-অ্যাশ?

ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, রাতে মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে অমিতাভের বাসভবন ছেড়েছেন অভিষেক ঘরণী। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

শোনা যাচ্ছে, শাশুড়ি জয়া ও ননদ শ্বেতা নন্দার সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরেই নাকি বাড়ি ছাড়া হয়েছেন ঐশ্বর্য ও আরাধ্যা। তবে অভিষেক, জয়া, অমিতাভ এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।

বেশ কয়েকদিন ধরেই বাবার বাড়ি রয়েছেন ঐশ্বরিয়া। মেয়ে আরাধ্যাকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন মায়ের সঙ্গে। হুট করে কেন বাবার বাড়ি এসেছেন, তা কিন্তু খোলসা করেননি সাবেক বিশ্বসুন্দরী। সূত্র বলছে, আপাতত নাকি বেশ কয়েকদিন মায়ের কাছে থাকবেন তিনি।

এদিকে কয়েকদিন আগে নাতনি আরাধ্যার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাননি অমিতাভ বচ্চন। অন্যদিকে স্ত্রী ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনেও অভিষেকের তেমন কোনো নড়চড় দেখা যায়নি।

প্রসঙ্গত, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে এক ছাদের নিচে আছেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। এ দম্পতির একমাত্র কন্যাসন্তান আরাধ্যও এখন বেশ বড়। লম্বা সময় পর এ তারকাদ্বয়ের বিচ্ছেদের গুঞ্জন শুনে অনুরাগীরা হতাশ।

এবার শ্রীলঙ্কা থেকে

বিশ্বকাপও সরিয়ে নিল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একের পর এক ধাক্কা শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে। একে তো বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ভরাডুবির মুখে পড়তে হয়েছে কুশল মেন্ডিসদের। তার উপর বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করার পরেই আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করে শ্রীলঙ্কা বোর্ডকে। এবার একটি আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুযোগও হাতছাড়া হলো দ্বীপরাষ্ট্রের।

মঙ্গলবার আইসিসির এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল শ্রীলঙ্কায়। তবে আইসিসি সেই টুর্নামেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের প্রশাসনিক ডামাডোলের দিকে তাকিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে শ্রীলঙ্কা নির্বাসিত হওয়ার পরেই যুব বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব হারানোর আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছিল তাদের। শেষমেশ মঙ্গলবার আমদাবাদের বোর্ড মিটিংয়ে সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দেয় আইসিসি। দ্বীপরাষ্ট্রের যাবতীয় ক্রিকেট কর্মযজ্ঞ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে। তবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের উপরে যে নির্বাসনের শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছে আইসিসি, তা বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সূচি অনুযায়ী-নতুন বছরের ১৪ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা ২০২৪-এর যুব বিশ্বকাপ। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৫ ফেব্রুয়ারি। শ্রীলঙ্কায় থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সরলেও একটি সমস্যা এক্ষেত্রে মাথা চাড়া দেয়। আসলে সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হবে এসএ-২০'র দ্বিতীয় সংস্করণ। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের নতুন এই টি-২০ লিগ অনুষ্ঠিত হবে ১০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

রোহিত-কোহলিদের মোদি, 'দয়া করে তোমরা হাসো'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ভারতকে নিস্তব্ধ করে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জিতেছিল ভারত। কিন্তু ফাইনাল বাধা পেরোতে পারেনি তারা। শেষে এসে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের। মনকে হালকা করতে মাঠেই কেঁদেছেন অনেকে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা দিতে ড্রেসিংরুমে ছুটে গিয়েছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে রোহিত-কোহলিদের তিনি কী বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভিডিওতে তাকে বলতে দেখা যায়, তোমরা টানা ১০টি ম্যাচ জিতেছ। এই একটা ম্যাচ তোমরা হারতেই পারো, এটা স্বাভাবিক। এমনটা হয়ই। দয়া করে তোমরা হাসো, পুরো দেশ তোমাদের দেখছে। আমি ভাবলাম যে আমার তোমাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

তিনি বলেন, তোমরা সবাই সত্যিকার অর্থেই কঠিন পরিশ্রম করেছ এবং অসাধারণ খেলেছ। একত্র থাকো এবং একে অন্যকে অনুপ্রেরণা দাও। আর তোমরা যখনই সময় পাবে, দিল্লিতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল।

উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচে ব্রাজিলকে

হারিয়ে শেষ হাসি আর্জেন্টিনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা তিন হারের সঙ্গী হল ব্রাজিল। ২২ নভেম্বর ঘটনাবহুল এক ম্যাচে স্বাগতিক ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়াম ছেড়েছে মেসির আর্জেন্টিনা। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার জোলিন্টন লাল কার্ড দেখায় ম্যাচের শেষের ১০ মিনিট দশ জন ফুটবলার নিয়ে খেলতে হয় ব্রাজিলকে।

প্রথম হাফে অগোছালো ফুটবলের পর দ্বিতীয় হাফেও মাঝ মাঠেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বল। প্রথম হাফের পর, দ্বিতীয় হাফেও আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ব্রাজিল। তবে আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় হাফে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে গোলের জন্য বারবার সুযোগ তৈরি করছিলো। শেষ পর্যন্ত কর্নার থেকে গোলটি আসে তাদের। ম্যাচের ৬৩ মিনিটে লো সেলসোর নেয়া কর্নার থেকে হেড করে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নিকোলাস ওতামেন্ডি। বল ঠেকাতে ব্যর্থ হন অ্যালিসন।

এই জয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান দখল করলো আর্জেন্টিনা। ৭ ম্যাচে ৬ জয় ১ হারে তাদের পয়েন্ট ১৮। এক ম্যাচ কম খেলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে উরুগুয়ে। ৭ ম্যাচে ২ জয় ৪ হার ও ১ ড্রতে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ছয়ে আছে ব্রাজিল। এদিকে, মারাকানায় ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনার ম্যাচ শুরু হওয়ার সব আনুষ্ঠানিকতা শেষেই শুরু হয় প্রথম ঝামেলা। ব্রাজিলের মারাকানায় উপস্থিত আর্জেন্টিনার সমর্থকদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে ব্রাজিলের সমর্থকরা। দ্রুতই সেখানে ছুটে যান স্থানীয় পুলিশের সদস্যরা। ঘটনার জের ধরে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি পুরো দল নিয়ে চলে যান ড্রেসিংরুমে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান ম্যাচের লাইভ বিবরণীতে জানায়, 'আর্জেন্টিনার জাতীয় সংগীত চলাকালে ব্রাজিলের সমর্থকেরা দুয়ো দিতে শুরু করলে ঝামেলার শুরু হয়। আর্জেন্টিনা দলের সদস্যরা এবং ব্রাজিলের অধিনায়ক মার্কিনিওস দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। এরপর মেসির সঙ্গে আর্জেন্টিনার বাকি খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে চলে যান। পরে ম্যাচের সময়েও ছিল এই উত্তেজনার রেশ।

কোহলির স্লেজিং নিয়ে লাবুশেন

'তুমি কী বলছিলে, আমি শুনিনি'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত মূলত অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ট্রাভিস হেড ও মার্নাস লাবুশেনের ১৯২ রানের জুটির কাছেই হেরে গিয়েছিল। ম্যাচ হারের আগেই বিষয়টি টের পেয়েছিলেন ভারতীয় টপঅর্ডার বিরাট কোহলি। দেখেশুনে খেলা লাবুশেন যেন মেজাজ হারিয়ে তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যান, সেজন্য এই অসি ব্যাটারকে স্লেজিং করেছিলেন কোহলি! কোহলির সেই স্লেজিং নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন লাবুশেন। মাঠের অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের কথা স্মরণ করে এই অসি ব্যাটার বলেন, 'সেখানে অনেক বেশি হুইহুল্লোড় হচ্ছিল। ভারতীয়দের মোমেন্টামের গতি অত্যন্ত বেশি ছিল। ভারতীয় দল আমার মনোযোগ নষ্ট করার চেষ্টা করছিল, এবং আমিও তখন পাল্টা জবাব দিতে পারতাম। কিন্তু সত্যিকার অর্থে, হুইহুল্লোড়ের মাঝে তারা কী বলেছেন, আমি সেটি শুনতে পাইনি।'

লাবুশেন বলেন, 'বাসে চড়ে যখন মাঠের দিকে আসতেছিলাম, সেখানে ৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভক্তদের লাইন লেগে গিয়েছিল। মাঠের বাইরেও ভক্তদের এভাবে দেখাটা খুব চমৎকার ছিল।'

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা শুরু থেকেই দারুণ ফিল্ডিং করে ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করে। রোহিতের আকাশে তোলা বল উল্টোদিকে দৌড়ে দুর্দান্ত ক্যাচ বানান ট্রাভিস হেড। এতেই খেলার মোমেন্টাম পাল্টে যায়। দ্রুত ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় স্বাগতিকরা। রোহিতের ফেরত যাওয়ার পর ভারতীয় ভক্তদের একমাত্র ভরসা তখন বিরাট কোহলি। কিন্তু এই ডানহাতি টপঅর্ডার যখন ফিফটি করার পর আউট হয়ে যায়, তখন মাঠের দর্শকদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, সেটিও ব্যাখ্যা করেছেন লাবুশেন।

অসি ব্যাটার বলেন, '১ লাখ ৩০ হাজার দর্শকের সামনে বৃহদাকার মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সেই মুহূর্তে সবাই নীরব হয়ে গিয়েছিল। আমরা শুধু ভালো একটি অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং কিছু মুহূর্তের জন্য এটি উপভোগ করছিলাম।'

বোলারদের জন্যও নতুন নিয়ম আনল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ব্যাটারদের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া ছিল আগেই। সেই সময়ের ফেরে পরে 'টাইমড আউট' হয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলা ম্যাথুজ। জন্ম হয় নানা বিতর্কের। এবার বোলারদের জন্যও সময় বেঁধে দিল আইসিসি।

আহমেদাবাদে আইসিসির সভায় নতুন নিয়মটি কার্যকরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন থেকে এক ওভার থেকে আরেক ওভারের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০ সেকেন্ড বা এক মিনিট সময় পাবেন বোলাররা।

'স্টপ ক্লক' নামের এই নিয়মের বলা হয়েছে, বোলিং দল যদি এক ইনিংসের মধ্যে তিনবার একইভাবে দেরি করে তাহলে তাদের ৫ রান পেনাল্টি করা করা হবে। যা ব্যাটিং দলের পাশে যোগ হবে। আগামী ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের এপ্রিল পর্যন্ত এই নিয়মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে।

ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি

সিরিজে দলের বাইরে ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের পর দলের নিয়মিত ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। অভিজ্ঞ ডেভিড ওয়ার্নার আছেন সেই তালিকায়। ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাকে দলে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ২১ নভেম্বর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ম্যাথু ওয়েডের নেতৃত্বে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে। এবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের কেবল সাত ক্রিকেটারকে রাখা হয়েছে আসছে সিরিজের স্কোয়াডে। এছাড়া ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে দলের সঙ্গে থাকা তানভির সাঙ্ঘাও সুযোগ পেয়েছেন টি-টোয়েন্টি দলে।

ঘরের মাঠে আগামী মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়ার 'হোম সামার' মৌসুম। ওই সিরিজের সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন ওয়ার্নার। ওয়ার্নার ছাড়াও ভারত সফরের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রামে থাকবেন তিন পেসার প্যাট কামিন্স, জস হেইজেলউড ও মিচেল স্টার্ক এবং দুই অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও মিচেল মার্শকে।

বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অভিষেক হওয়া অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডি এই সিরিজেও সুযোগ পেয়েছেন। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভোগা স্পেন্সার জনসনের জায়গায় ডাক পেয়েছেন কেন রিচার্ডসন। এই সিরিজে ছুটিতে থাকছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও। তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন সহকারী কোচ আন্দ্রে বোরোভেচ।

ভিশাখাপত্তমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৩ নভেম্বর। ত্রিভ্যান্দ্রাম, গুয়াহাটি, নাগপুর ও বেঙ্গালুরুতে পরের চার ম্যাচ যথাক্রমে ২৬, ২৮ নভেম্বর ও ১, ৩ ডিসেম্বর।

অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড: ম্যাথু ওয়েড (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, টিম ডেভিড, জশ ইংলিস, অ্যারন হার্ডি, জেসন বেহরেনডর্ফ, শন অ্যাবট, নাথান এলিস, কেন রিচার্ডসন, অ্যাডাম জ্যাম্পা, তানভির সাঙ্ঘা।

২০২৭ বিশ্বকাপে দল কমাতে

আইসিসিকে চাপ দিচ্ছে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার এখনো ভারতীয়দের কাঁদাচ্ছে। নিজ দেশে বিশ্বকাপ ট্রফি জয় করতে না পারার কষ্ট তাদের বয়ে বেড়াতে হবে দীর্ঘদিন।

এর মধ্যেই আগামী ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছে ভারত। সেই বিশ্বকাপ দল কমানোর জন্য আইসিসিকে চাপ দেওয়ার খবর প্রকাশ করেছে ইংলিশ গণমাধ্যম 'ডেইলি মেইল'।

১৯ নভেম্বর হওয়া বিশ্বকাপের ফাইনাল মাঠে বসে দেখেছে প্রায় এক লাখের মতো মানুষ। মূলত ভারত ফাইনালে ওঠাতেই দর্শকের জোয়ার এসেছে।

আইসিসি গভর্নিং বডি ২০২৭ বিশ্বকাপে দল সংখ্যা ১০ থেকে বাড়িয়ে ১৪ করেছে। এতে করে দলগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ছে এবং ক্রিকেটে যে বিশ্বায়ন সেটা সম্ভবপর হবে। আর এখানেই আপত্তি ভারতীয় ব্রডকাস্টারদের।

আগামী চার বছরের জন্য ভারতের ডিজনি স্টার আইসিসিকে ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে টিভি স্বত্ব কিনে নিয়েছে, যা আগে ছিল এক দশমিক ৯ বিলিয়ন পাউন্ড। তাদের এই আয়ের বেশিরভাগই আসবে ভারতের খেলা যত বেশি প্রচার হবে তার মাধ্যমে।

ডিজনির এই স্বত্বের মধ্যে রয়েছে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল ডিজনি স্টারে প্রায় ৫৯ মিলিয়ন মানুষ দেখছে। যা তাদের আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

ভারত চাচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপের দলসংখ্যা কমিয়ে আনা হোক। এর মূল কারণ হলো আগামী বিশ্বকাপে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে দলগুলো খেললে এক গ্রুপে সাতটি দল থাকবে এবং ম্যাচ থাকবে ছয়টি করে। এতে করে ভারতের ম্যাচও কমে আসবে এবং ভারতের গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ারও আশঙ্কা থাকবে।

এতে করে আর্থিক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তাদেরকে, যেমনটা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ২০০৭ বিশ্বকাপে ভারতের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ে।

তবে আইসিসি থেকে এরই মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কোনোভাবে দল কমানোর সিদ্ধান্তে যাবে না; সেটা ভারত যতই চাপ সৃষ্টি করুক না কেন। তবুও এটা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত জানানো হবে আগামী বছর। এখন দেখার বিষয় আইসিসি ভারতের কথায় সায় দেয় কি না।

রিয়াজের অভিযোগ অস্বীকার করলেন রউফ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরুতেই যেন এক বিতর্কের জন্ম দিলেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ। পেসার হারিস রউফের বিরুদ্ধে তিনি এনেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দল থেকে শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার অভিযোগ। তবে রউফ এই অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। তবে রউফ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি এই টেস্ট সিরিজ খেলার ব্যাপারে কোনো সম্মতি দেননি। ফলে শেষ মুহূর্তে মত বদলানোর প্রশ্নই আসে না।

রউফ বরং প্রধান নির্বাচক ওয়াহাবকে জানিয়েছেন, তিনি লাল বলের ক্রিকেট বেশি খেলেননি। এই মুহূর্তে তিনি তাই সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চান। একই সঙ্গে সাদা বলের ক্রিকেটে নিজের স্কিলের উন্নতিতে কাজ করতে চান।

ওয়াহাবের সাথে রউফের সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে তার বিগ ব্যাশে খেলাও অনিশ্চয়তায় পড়েছে। রউফ মেলবোর্ন স্টারসের হয়ে খেলেন। আগামী ১৩ ডিসেম্বর শুরু হবে বিগ ব্যাশ, শেষ হবে ৪ ফেব্রুয়ারি। এই সময়ের চলবে পাকিস্তানের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের টেস্টের সিরিজ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR